দৈনিক সংবাদ

তারিখ 01 OCT 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

203

দৃঢ়তায় অবিচলতা চাই

বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম
আড়াই মাস বন্ধ থাকার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম সমাবেশে
দিনে 'অপরাজেয় বাংলার' পাদদেশে আয়োজিত এক সমাবেশে
উপাচার্য ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বন্ধ করা এবং শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার
ব্যাপারে তাঁর দৃঢ়তার কথা ব্যক্ত করেছেন। উপাচার্য যখন এই
বক্তব্য রাখছিলেন তখনই একটি জঙ্গী গ্রুপ সন্ত্রাস সৃষ্টির দায়ে বিশ্ব-
বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত ১১জন ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ বাতিলের
দাবী জানায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপরিবেশ পরিষদ আহূত
সন্ত্রাসবিরোধী মৌন মিছিলের পাশাপাশি এদের শ্লোগানমুখরিত
জঙ্গী মিছিল দেখা গেছে। ব্যাপারটা সূচনা হিসেবে শুভ নয়।
যে প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ও খোলা হয় তাতে আশা করা
হয়েছিল দায়িত্বশীল সকল মহলের মধ্যে শুভবুদ্ধি জাগ্রত হবে। কিন্তু
বাস্তবে তা হয়েছে বলে অন্তত: ঐ দিনের ঘটনায় মনে হয়নি।
বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিনে বক্তব্য পাল্টা-বক্তব্য, মিছিল
পাল্টা-মিছিল থেকে এটা পরিষ্কার যে, বিপথগামী একটি মহল
এখনও হাল ছাড়েনি। নইলে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ ছাত্রদের
থেকে তারা এমন একটা ভিন্ন অবস্থান নিতে পারতো না, যা
সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতারই নামান্তর।
আমরা ছাত্র রাজনীতির বিরোধী নই। ছাত্ররা সুস্থ, আদর্শবাদী
রাজনীতির চর্চা করবে এটা শুধু স্বাভাবিক নয়, কাম্যও। কিন্তু
ক্যাম্পাসে দলীয় রাজনীতির নামে হানাহানি ও শিক্ষাজীবনে অচলা-
বস্থা ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার মহলবিশেষের অশুভ উদ্যোগকেই
এগিয়ে নিয়ে যাবে।
সে জন্য সকলের স্বার্থেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র রাজনীতি
নয়, অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। অস্ত্রের জোরে "প্রভাববলয়"
সৃষ্টির পরিবর্তে নীতির ও যুক্তির জোরে রাজনৈতিক আদর্শকে
প্রতিষ্ঠিত করায় ব্রতী হতে হবে।
এ দায়িত্ব সরকার এবং সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর
সকলের। সকল দোষ সরকারের একথা যেমন আমরা বলি না
তেমনি কঠোরতা এবং একশত ভাগ নিরপেক্ষতার সাথে ক্যাম্পাসকে
অস্ত্রমুক্ত করার মূল দায়িত্ব যে প্রশাসনের এ কর্তৃপক্ষ তাও
অস্বীকার করতে পারেন না।
কোন কোন রাজনৈতিক দল এবং ছাত্র সংগঠনের ভয় থাকতে
পারে, ক্যাম্পাসে তাদের অনুসৃত ভুল নীতি ও পদক্ষেপকে স্বীকার
করা হলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এই ধারণাটা ঠিক নয়। ভুল
স্বীকার বা সংশোধন করা লজ্জা বা অগৌরবের ব্যাপার নয়।
ভুল আঁকড়ে থাকলেই বরং জনগণের আস্থা ক্রমাগত নষ্ট হয়, অপর-
দিকে তা স্বীকারে আস্থার পুনরুদ্ধার ঘটে।
আশার কথা যে, বিলম্বে হলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে
সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে কতিপয় দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে-
ছেন। কর্তৃপক্ষ যদি আগে থেকেই কঠোরতার সাথে অগ্রসর হতেন
তাহলে হয়তো অবস্থার এত অবনতি ঘটতো না।
সংশ্লিষ্ট সকলের মনে রাখা উচিত ন্যায়নীতির পরিবর্তে বিভিন্ন
প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলা ও সকলকে
অন্যায় করার সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান সমস্যার সমাধান নয়।
এটা সুবিধাবাদিতা ও আপোষকামিতার নামান্তর।